অন্যকোনখানে

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

তেরি আদা ঃ সামি বায়দার

বাংলা সমান্তরাল সাহিত্যজগতের একটা বড় সমস্যা হল এই যে আপন সাহিত্যের সমান্তরাল চরিত্রের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে আমরা বিদেশী সাহিত্যের খেই হারাই। যখন বিদেশী সাহিত্য নিয়ে অলোচনা হয়, দু - চারজন অতি বিখ্যাত লেখক-কবিকে টপকে আমরা পৌঁছতে পারিনা তাদের সাহিত্যের সমান্তরাল জমিতে। সমকালীন বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সমকলের যোগাযোগও অত্যন্ত ক্ষীণ। এ যাবৎ বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়, কিছু নামজাদা বিদেশী সহিত্যিকদের সঙ্গেই কেবল আমাদের কিছু বিখ্যাত লেখক/কবির দোস্তি-মোলাকাত হয়েছে। আলগা কিছু অলোচনা হয়েছে কখনো সখনো। সাহিত্যের নাড়ি-ধরা কথোপকথনের হিসেব কম। অরো যেটা, তরুণ বাঙালী সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিদেশের তরুণ লেখকরা একেবারেই যোগাযোগবিচ্ছিন্ন। একমাত্র ব্যতিক্রম, অ্যালেন গিন্সবার্গ। কিন্তু সেও খানিকটা ঘটনাচক্রে। অ্যালেন কলকাতায় এসে বহুদিন ছিলেন, তরুণ কবিদের খুঁজতেন, তাঁর স্বভাব ও ব্যক্তিত্বও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বহির্মুখী, তাঁর ভেতরে মূলধারার গোদা সাহিত্য সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত অভক্তি ছিল। এগুলো ৫০/৬০ দশকের একদল উজ্জ্বল কবির সঙ্গে তাঁর মেলবন্ধন জোরালো করতে পেরেছিল। একুশ শতকে পৌঁছে কিন্তু খুব স্পষ্ট করেই বলা যায়, অদৃশ্য সেতুগুলো এখন বাস্তব হয়েছে। আন্তর্জাল যে ক্ষমতা এনে দিয়েছে সাধারণ মানুষকে, সেখানে দূরতম কল্পনাতীত যোগাযোগও এখন আঙুলের ডগায়। দরকার কেবল ইচ্ছেশক্তির। আগ্রহের।

এই আগ্রহকে অবলম্বন করেই নানা দেশের নানা কবিতার অলিগলি ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে পড়ি তুর্কী কবিতায়। নিউ ইয়র্কের বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পোয়েটিক্স ই-গ্রুপের সদস্য হই। সেখানেই আলাপ হয়ে যায় অন্য এক সদস্যের সঙ্গে - মুরাত নেমাত-নেজেত। ইংরেজী ভাষার এক তুর্কী কবি, যিনি তুরস্কের কবিতার একটি প্রামাণ্য অনুবাদগ্রন্থ সদ্য প্রকাশ করেছেন। বইয়ের নাম - EDA-An Anthology of Contemporary Turkish Poetry।

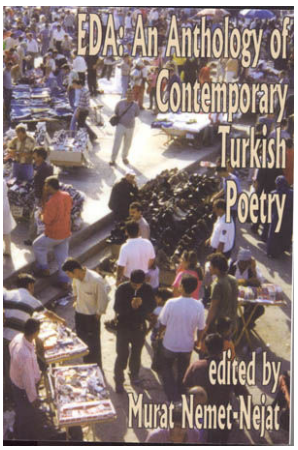

মুরাত নেমেত-নেজাত সম্পাদিত সমকালীন তুরস্কের কবিতা সংকলন।

মুরাতের সঙ্গে আলাপ হয় এক ঘোর অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে। ২০০৬ সালের মাঝামঝি আচমকা যুদ্ধ বেঁধেছে ইসরায়েল ও জর্ডনের সামরিকক্ষমতাসম্পন্ন হিজবুল্লা দলের মধ্যে। ইসরায়েলী বোমায় চুরমার হয়ে যাচ্ছে পশ্চিম বেইরুট। বাফেলো ই-গ্রুপ কবিদের দৈনিক নিন্দায় সরগরম। এই সময়ে একদিন রুথ লেপ্সন নাম্নী এক ইসরায়েলী মহিলা কবি তাঁর দেশের পক্ষ সমর্থনে কিছু জোরালো ও আবেগী বক্তব্য রাখেন। তিনি অভিযোগ করেন যে ইসরায়েল ও আক্রান্ত, অহেতুক আন্তর্জাতিক লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবি মহল ইসরায়েলকে আক্রমণকারীর ভূমিকায় দেখতে চাইছে। প্রায় ১২০০ কবি/অধ্যপক/প্রকাশকের দৈনিক ই-গ্রুপ। কিন্তু রুথের বক্তব্যের প্রতিবাদ আসে সামান্য ২-৩টি। আমি প্রতিবাদ করি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এবং সেই দিন সন্ধ্যায় নিউ-ইয়র্ক নিবাসী প্যালেস্তিনিয়-জর্ডনিয়ান কবি পল ক্যাটাফ্যাগো। পলের ই-মেল পাঁজর ফালাফালা করে দেবার মত। রুথ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং আমাকে প্যালেস্তিনিয় কবি ভেবে পলের চিঠির উত্তরে ভুল করে আমাকে খোলা উত্তর দিতে থাকেন ই-গ্রুপে। জলঘোলা হয়ে ওঠে এবং আমরা সকলেই এক গভীর রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে থাকি। আমার ক্রমাগত যুদ্ধবিরোধী বক্তব্যে উৎসাহী হয়েই সম্ভবত মুরাত নেমাত নেজেত যোগাযোগ করেন। জানতে পারি ওঁর অনুবাদগ্রন্থের কথা। কয়েকদিনের মধ্যে মুরত বইটা পাঠায়।

সেই বইতেই পড়তে পাই প্রায় আমারই সমবয়সী কবি সামি বায়দারের কবিতা। পড়ামাত্রই মুগ্ধতা এবং সেই আমার সামি বায়দারকে খোঁজা শুরু। মুরাতের এদা কাব্যসংকলনের ঐ মাত্র ১৩টি ইংরেজিতে অনূদিত কবিতাকে সম্বল করেই আমি সামি বায়দারকে নিয়ে ভাবতে শুরু করি। বয়দার ক্রমশ আমার দূরের অদেখা সমবয়সী বন্ধু হয়ে ওঠে। সে লেখে, হয়তো আমারই উদ্দেশ্যে -

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

জোর কোর না
যা তোমায় দিলাম, পরবর্তীতে
ফাঁক ভরিয়ে দেবে
যথা যেখানে তোমার
পা পড়েনি আগে, সেখানেও।

না-ফেরার প্রতি আমার পরবর্তী প্রেম
আমার যে ভালোবাসাগুলো ফেরারি
ওদের বাঁচায়
ধর্মের ভেতরে ঢোকে

মন্ত্র ও ধর্ম
আমার উপদেশ
যেভাবে ওরা আমাকে দিয়েছে, সেভাবেই
শোনো।

রহস্যমোড়া দেশে
শব্দেরা রাম্ নিয়ে বসেছে সন্ধ্যায়
এই শীতের বিরুদ্ধে
মনোভঙ্গি ফেরাও

EDA শব্দটা কে বোঝার চেষ্টা শুরু করি। মুস্তফা জিয়ালান একটা ছোটো প্রবন্ধে 'এদা' সম্বন্ধে লেখেন - 'রোজকার ব্যবহারে 'এদা' শব্দের মানে হল সৌন্দর্যের প্রলোভিতা, বিশেষত নারীর, বা হয়তো সেই প্রলোভিতার উপস্থাপনা। যেমন 'প্রচুর এদার সহিৎ' - এই বাক্যবন্ধটির অর্থ দাঁড়াবে - 'এক আত্মসচেতন প্রলোভিতার সহিৎ' যার ভাব প্রগল্‌ভের খুব কাছাকাছি।' পড়তে পড়তে অনুভব করি আসলে তুরস্কের কবিতার সৌন্দর্যের প্রকাশভঙ্গিমার কথাই যেন বলা হচ্ছে। তুরস্কের কবিতার কাছে যেটা 'এদা', প্রায় সেই একই অজাগতিককে স্পেনের কবিতায় বলে 'দুয়েন্দে' (লোরকা) এবং আমরা বাংলা কবিতায় বলি 'কবিত্ব'। তবে 'এদা'র সঙ্গে তুরস্কের ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তুর্কী ভাষা agglutinative (আসঞ্জিতার্থক)। একটা লম্বা চওড়া বাক্য একটি দীর্ঘ শব্দে প্রকাশ করা যায়। সেই 'আসঞ্জ'গুণ তুরস্কের কবিতায় প্রকাশ পাচ্ছে বেশ কয়েক দশক জুড়ে। অনেক শব্দের ননী ঝরিয়ে বাক্যের দড়ি খুব টান টান। সামি বয়দারের কবিতা তার আদর্শ উদাহরণ। আরো যেটা, তুরস্কের ভৌগলিক অবস্থান ইউরোপ ও এশিয়ায় মাঝামাঝি। এই দুই মহাদেশের দোটানে প'ড়ে তাদের সংস্কৃতিও সহজভাবেই বিমিশ্র। তাদের সঙ্গীতের মধ্যে যেমন জায়গা ক'রে নেয় নানা মধ্যপ্রাচ্যের সুর-বাজনা, তেমনি তার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল - জ্যাজ। তুর্কী খাবার-পোশাক-বাড়ীঘরদোর-উৎসব - এই সমস্ত আঙিনাতেই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সহজাত সমাবেশ। 'এদা'-র অনুভাবের মধ্যে এই দোটানও প্রকাশ পায়। অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী মৌল 'এদা'র রহস্য বাড়ায়। আরো পড়তে পড়তে হঠাৎ স্কুলের সময়ে পড়া উর্দু কবি ফিরাখ গোরখপুরীর কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় উমরাও জান 'আদা'র কথা। এবং আচমকা লাইটার ঝলকায় মগজে - 'আদা' - আমরা হিন্দি/উর্দূতে যাকে বলি 'আদা', তুরস্কের কবিতার 'এদা' হয়তো তারই কাছাকাছি একটা আদর্শ। মুরাতকে দীর্ঘ চিঠি লিখে জানাতেই সে উত্তর দেয় -

'এদা' আর 'আদা', বুঝতে পারছি তোমার কথা শুনে, একদম এক জিনিষ। এমনকি ১৮/১৯ শতকের তুর্কী কবিতায় 'এদালি' বলে একটা শব্দের ব্যবহার হত। যা নারীর সৌন্দর্যের সমস্ত রহস্যকে ধরার চেষ্টা করতো। তুমি বলতে পারো যে 'এদা' নারীর সেই সম্পূর্ণ সৌন্দর্যগুণ যেমন কবিতার ক্ষেত্রে 'গতিময়তা'। ..... তালাত হালমান ও মোস্তাফা জিয়ালানের প্রবন্ধগুলো তো এই কথাই বলছে, অন্যেরাও বলেছেন। আমি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে দেখাতে চেয়েছি যে তুরস্কের কবিতার সিন্ট্যাক্স-এর সঙ্গেও 'এদা'র সম্পর্ক রয়েছে। অন্যেরা বলতে চেয়েছেন যে 'এদা' যেন কাব্যের একটা ভঙ্গিমা, স্টাইল। আমার মনে হয়েছে যে 'এদা' কাব্যসৌন্দর্যের সামগ্রিকতা, যা যা উপাদানকে আহরণ করে তুর্কী কবিতা, সেই গোটা বাটিটাই 'এদা'। যে কবিতা হয়নি, তাকে হয়তো বলা যায় - 'এদাহীন'। এবং এখানে প্রলোভিতা এক গতিময়তার জন্ম দিচ্ছে, নাচের মত। আমার 'এদা' তুরস্কের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। তুরস্কের সাধারণ মানুষও বোঝে 'এদা' কি । আমি কেবল এই ধারণাটাকে টেনে লম্বা করতে চেয়েছি কিছুটা। অনেক তরুণ তুর্কী কবি এখন এই অর্থে 'এদা' শব্দটাকে ব্যবহার করছেন। যেমন কবি কুচুক ইস্কান্দার

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(*জন্ম ১৯৬৪, 'কুচ্যুক ইস্কান্দর' আসলে ছদ্মনাম। 'কুচুক' শব্দটার অর্থ - ছোট। তুর্কী ভাষায় 'ইস্কান্দর' হলো আলেকজান্ডার।*) নিজেকে বলেন - 'আমি 'এদার' কবি।'

পাতা

মোহিত অশ্রুর নীচে আমি ধরি
এই তৃষ্ণাপাত্র
এই তিরিশে
তোমার নেকটাই গুছিয়ে দিই।
প্লিজ বলো, কখন তোমার সময় হবে।

মধ্যরাত থেকে পালাচ্ছে একটা গজলাহরিণ ঐ সমস্ত জঙ্গলে
ওকে টেনে ধরে রাখতে গেলে
অশ্রুব্যয় হবে - বাঁকানো
জঙ্গল, বছর বছর পর।

গরম রুটি আমাকে বিশ্রান্ত নামিয়ে রাখছে আজকাল
যেন ঝোপের মধ্যে ভুল খরগোশের মায়া
যেন মাঠের ওপর দিয়ে আমি হেঁটেছি মাত্র -
সে যাই হোক, অতিথি এতক্ষণে চলে গেছে (তোমার এই
জায়গাটা ভালোলাগতো, তাই না ?)

বেরিয়ে পড়ার আগে
বাড়ীটা ঝলিয়ে নেওয়া যাক
জানলাগুলো
বাতাস
ছাদের গায়ে যন্ত্রণার প্রথম ঝলকের মতো
বেঁচে থাকার প্রথম ওঠা ছাল
অচরিতার্থ।
কাঁদো, কাঁদো।

মুকুট

ধরো একটা জানলা খুললে
দিকশূন্য অসময়ের দিকে
আরেকটা জানলাও তখন খুলে যায়
যে তোমাকে বাধ্য করে
তারাদের চেয়ে দেখতে
সৌষম্যের ইতিহাস ছানবিন ক'রে
রাজার মুকুট দেখে

ওরা বলে চাঁদ, তারা - সামান্য বৃত্ত মাত্র
আলোর বর্ণালি ভেঙে ফেলে সাত রঙে,
- মরতে চেয়ে এই নিতান্ত বাসনা নয় -
তবু মহানক্ষত্রদের গ্রাস করেনি নৈঃশব্দ্য
সে দায় বহন করে অধস্তন তারকারা কেবল।

কুমারী নদী

তোমার জলে স্নান
তোমার মুখ আর তোমার চুলের
ব্যবধানে একটা হাত থাকে

জল জীবন্ত
প্রেমে পাগল, কেবল গাঁথে আর গাঁথে
জানিনা ঠিক গোলাপ কিনা
বাড়ীগুলো কিনা
সামনের কাঁটাতার কিনা
না বিষণ্ন

তোমাকে শোনাতে পারিনা
তোমার চুমু একটা মুখোশের মত
আমার মুখে আঁটা
স্মৃতিকে টেনে হিঁচড়ে আনে
অত্যাচারী চুল

শ্বেতকমলটা কেন জলে ফুটলো না, তুমি ভাবো।
তাই এই মুহূর্তের জন্য এই প্রতীক্ষাটা
এত সুন্দর
যেন একটা চড়াই
তার উড়ন্ত ল্যাজ আকাশে ছেড়ে এলো।

জল

জল ফোটে।
সে মনমরাদের মেঘ,

তাপ বাড়ছে।
এই আগুন
এই বসন্ত।

শেকড় গাছটাকে
গাড়ে
বানায় বাড়ী

মনমরা।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

এবং তোমাদের চোখের কোণে সখী
ছেড়ে এলে মুহূর্তের ইস্ত্রি করা পাড়।

কলসি

যারা দেরি করলো তাদের মৃত্যু নেয়
কিন্তু নেয় একটু তাড়াতাড়ি, কেউ আসার আগেই
চড়াইগুলো প্রথম ধাপের জটলায়
কান্নার ভেতর লড়ে যাওয়া বৃষ্টি আমাদের রক্ষা করে
অনেক জটিলতা আছে তোমার
আছে তোমার লোভাতুর
একাকীত্বে

শুঁয়োপোকার মত বৃষ্টি হাঁটছে ওর ওপর দিয়ে
দাঁত খেঁচানো এস-ও-এস তার তরঙ্গ পাঠায় তীরে
গলা ধ'রে উপরিতলে উঠে আসে, মৃত্যু
দস্তানা প'রে নিচ্ছে, শব্দের গভীরে তুমি
সাঁতারুদের দিচ্ছো গোপন শলাপরামর্শ

আমি ঠিক আহত নই, কেবল মুখের ভেতর তারাবাজি ঘোরে
চোখের রেখাগুলো আর মনে পড়ছে না
ভাঙা পংক্তি বদলা নেবার প্রতিজ্ঞা করে
ঘুম থেকে আচমকা কেঁদে উঠলো
ঠোঁট থেকে চোখে যে অক্ষর বইছে
বলছে তার স্বপ্নের কথা

যদি আমার কথাই বলো
আমার পরিত্রাণ যেখানে কলসির কাঁখ শেষ হলো
কিন্তু কলসিতে কি আমি বলতে পারিনা
তার কাঁখ বেঁকে উঠে যেখানে শেষ হলো দেয়াল
পৃথিবীর দেয়ালগুলোর মত নয়
তাই কান্নার মধ্যে যখন বৃষ্টির মহড়া
যখন শুঁয়োপোকা কলসির গায়ে হাঁটছে
যে লোকটা হাত তুলে বাঁচতে চাইছিলো
সে ডুবে যায়

রাঙা

সবচেয়ে সুন্দর লক্ষ্যটাতেই তীর লাগে প্রথমে, ওরা বলে
তোমার বাজুবন্দ আমার চারধারে
পাতা ঝরায়
এবার অন্তত এসো।

আমার শরীর দেখা যায়, গলা
এখন ঘুমিয়ে প'ড়ে কি লাভ
বা লুকিয়ে প'ড়ে
ঐ হেমন্তের শাখায়।

বাহির গাছের সবুজ প্রত্যঙ্গ
আমার শোবার ঘরের জানলা ঢাকে
তোমাকে খুঁজিঃ
এলো বরফ
আর জানলা সেঁটে বন্ধ হলো।

বন্ধু, এই বাড়ীটা এখন তার
নতুন শিশুকে কোলে নেয়
নিয়ে মুখে মাই চেপে ধরে
আমি হাল ছেড়ে দিই
আর তার হৃদকম্পন শুনি।

তার সমস্ত নগ্নতার সঙ্গে সমঝোতা ক'রে
এখানে এনেছিলাম হৃদয় ।
তুমি ভাবলে তোমার স্বচ্ছতোয়া চুমুর পাপগুলো
আর শরমে লাগলে,
আমি এখন এই রাঙা ঘরে আছি
তোমার জন্য এই রাঙা ঘর থেকে লিখে দিচ্ছি কবিতা।

'কলসি' আমার কাছে একটা আশ্চর্য কবিতা। তুরস্কের কবিতায় একটা সুফি চেতনার প্রবাহ আছে। সকলের না হলেও অনেকের কবিতায়। একালেও সেই সুফি ঐতিহ্য, অন্যপায়ী হয়েও বয়ে চলে। বিশেষত সামি-র কবিতায়। কলসির ভেতরে জল আছে কিনা সবসময় যেন টের পাওয়া যায় না। হাত ডোবালে তবে। এক হাতা তুলে এনে পরখ ক'রে দেখলে তবে। কলসি কেবল জলের দেহরেখা দেখায়। তুরস্কের ও সামি বায়দারের কবিতা যেন ঐ দেহরেখার কবিতা, যার আভাস সুফি চেতনার আত্মার গভীরে। সেখানে কেবল ডুব দিলে তবেই জলের সন্ধান।

'রাঙা' কবিতার মধ্যেও বয়দারের ভাষা ও ভাবনাভঙ্গির পরিচ্ছন্ন, সুমিত, বাবু, সরলতা লক্ষ্য করি। তার ব্যবহৃত প্রত্যেকটা রূপকই স্বচ্ছ। কখনো এতটাই স্বচ্ছ যে তারা সহজেই বহুবৈকল্পিক। গাছের প্রতিটা পাতাকে যেমন একে অন্যের যমজ ভাবা যায়। 'রাঙা' ঘর থেকে প্রেমিকাকে লিখে দিচ্ছেন কবিতা। এই 'রাঙা' ঘর কি আসলে রক্তময় প্রেমে পোড়া সত্ত্বার/চেতনার অভ্যন্তর ? [*কেমন আচমকা ইঙ্গমার বার্গম্যানের ছবি 'Cries And Whispers' এর কথা মনে পড়ে গেল। একটু অপ্রাসঙ্গিক না হয়ে পারলাম না।*

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

প্রায় ২২-২৩ বছর আগে আলিপুর জাতীয় গ্রন্থাগারে একটা দুপুরের কথা মনে পড়ে যায়। তখনও কুড়ি পেরোইনি। পড়াশোনা শেষ। বান্ধবীর অপেক্ষায় বারবার বাইরে যাই আর স্মোক করি। সে আসে না। অবশেষে রিকুইসিশন দিই - 'ফোর শর্ট স্টোরিজ' বাই ইঙ্গমার বার্গম্যান। বই হাতে নিয়ে টের পাই আসলে ৪ট চিত্রনাট্য। সেই প্রথম চিত্রনাট্য পড়া। সেখানে একটা সীনের নীচে বার্গম্যান লিখেছেন যে এই সীনে ইন্ডোর সেটের সমস্ত আসবাব হবে লাল রঙের। রাঙা। কেন ? তার ব্যাখ্যয় বার্গম্যান লেখেন - ছেলেবেলায় তাঁর খুব স্কারলেট ফিভার হত। এবং তখন জ্বরের প্রকোপে তার নিজের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দেখতে পেতেন মনশ্চক্ষে। তাই এই সীনের সমস্ত আসবাব/দেয়াল হবে লাল রঙের বিভিন্ন শেডে। কয়েকমাস পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালেয়ে গান্ধী-ভবনে ছবিটা দেখি। রাঙা ঘর।] আবার এই অভ্যন্তরের ভাবনার পাশাপাশি আসবে বাহিরির ভাবনা - কেননা ঘর 'রাঙা' করেছে বাইরের হেমন্ত। এমনও মনে হয় যে 'রাঙা' এলো আসলে শরমের কথা থেকে।

ঠিক একইভাবে 'গাছ'। তার পাতা লাল, তার গা সবুজ। সে ঘিরে ধরে, নিজেকে ঝরায়, জানলা ঢাকে, নিজের শরীরের অনেক কিছু দেখায় আবার অনেকটা দেখায় না। কবিতায় কখন যেন 'আমি'র সঙ্গে মিশে যায় 'গাছ'। এই বহুগামী রূপকতা সামি বায়দারকে আলাদা করে। যদিও এসমস্তই সুফি কবিতার গুণ, যা তুরস্কের কবিতায়, বা ইরানের অনেক কবির কাব্যে। মুরাত বারবার আমায় জিজ্ঞেস করতে থাকেন - 'সুফি ঐতিহ্যটাকি তুমি ধরতে পারছো ? আমেরিকার কবিরা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়ার কবিরা এগুলো ঠিক বোঝেনা, ঠিক ধরতে পারেনা। ফলে আমাদের কবিতা ওদের অতিসরলিকৃত মনে হয়।' আমি মুরাতকে পাল্টা বাউল ঐতিহ্যের কথা বলি। বলি বাউল আর সুফির মিলনমুখিতার কথা। রবীন্দ্রনাথের কথা, হাসনরাজার কথা। ভাটিয়ালির কথা। বৈষ্ণব পদাবলির কথা। বলি আমাদের আদি বাংলা প্রায় আড়াইশো বছর মুসলমান রাজাদের অধীনে ছিল এবং এঁরা ছিলেন সুফি সম্প্রদায়ের মানুষ। সংস্কৃত-উদ্ভূত বাংলাকে এঁরা নিজেদের ভাষা করে নেন। খুলে দেওয়া হয় বাংলাভাষার রক্ষণশীলতার বেড়ি। মুরাত কিছুক্ষণ তুর্কী ভাষায় সামি বায়দারের কবিতা পড়ে শোনান। আমি পড়ি বাংলায় আমার অনুবাদ। কেউ কিছু বুঝতে পারি না। কেবল জন্মান্ধ শিশুর ট্রেনের শব্দ শোনার মত পরস্পরের ভাষার ধ্বনি শুনি। অথচ বন্ধুত্ব সঘন হয়। কবিতা এমনই।

এইরকমই আরেকটা কবিতা 'জ্যাকেট'। যেখানে নিরাকারের আকার দেখানোর কথা আসে। মেঘেরও চরিত্র আছে, নাম, রকমফের, শ্রেণীবিভাগ আছে। সামান্য ঠাট্টা করা হয় তা নিয়ে। সামি বলেন - 'হয়তো এক এক সময় সত্যিই কিছু দেখা যায় না/মেঝেতে কুড়িয়ে পাই ভাঙা সূঁচ/চালের খুদ।' যে অনুপস্থিতি অস্তিত্বকে বাস্তবায়িত করেছে, তার দিকে ক্রমাগত ইঙ্গিত। কলসি (শরীর) যেমন জলের আধার এবং জল (আত্মা) তার আকার নেয়, তেমনি জ্যাকেট (শরীর) ধারণ করে কায়াকে (আত্মা)। মুরাতের সঙ্গে এই দুটো কবিতা নিয়ে একদিন দীর্ঘ আলোচনা করি দূরভাষে।

মুরাত বলেন - " a Sufi poem is a poetry of contours. The Eda is the poetics of Sufism, as the human soul disintegrates as water and "heats" back to God. The Eda, which literally means allure, is the melody, cadences, calligraphy of this process, "tracing" the energy field of which it is the contour.' ফলে দেহরেখা বা শরীরভঙ্গির ভাবনাই কবিতাকে আকার দিতে থাকে। এর মাঝে অবশ্য একটা 'গতি' রয়েছে, কখনো ঢিমে, কখনো দ্রুত - একটা গতি, যার মাধ্যমে আমরা সেই চলমান অশরীরীর অস্তিত্ব টের পাই।

জ্যাকেট

জ্যাকেটের পকেটে খবরের কাগজ
কেন ওরা দুটোকে মিশিয়ে বানায় ?
অথচ আবার প্রেমিক-প্রেমিকার মত ভাবে
আলাদা আলাদা ক'রে আঁকে ?

এই আলাদা অন্যতর হয়ে থাকাটা কি যথেষ্ট নয় ?
হয়তো মেঘও বিশ্বাস করবে না
তাকে কখনো কালোমেঘ বলা হয়
কোদালেমেঘ,

হয়তো এক এক সময় সত্যিই কিছু দেখা যায় না
মেঝেতে কুড়িয়ে পাই ভাঙা সূঁচ
চালের খুদ।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

একটা মাস্টার-কী হলেই ভালো হয়
দাবার বোর্ড ভাঙে
রুলারে টানা ঐ সরলরেখায়
যার শেষে আবার একটা বৃত্তচাপ আঁকা

কখনো কি তুমি চোখের পাতা এঁকেছো
নিস্তল এক টানে ?
লোহার, তূলার ওজন
এক বছর যায়, আর একটা আগন্তুক

আকাশ খালি ক'রে দিচ্ছে
অরণ্যের নিজের ঘর
আমি খাট হাতড়াই
চুপ করাই
একেবারেই অবাঞ্ছিতদের
আমাকে যারা ডাবা থেকে ফেলে দিলো তাদের কাছে হাতজোড় করি
যেভাবে বললো, বসি
যে জল-মুড়ি দেয়, খেয়ে নিই

খেলি
আমি আর বেড়াল
বাবার পিছু নিই সন্তর্পণে যেন কালো ভাল্লুক
যেন একটা কাপ, ফেটে দু টুকরো
ভয় পাই ব'লে নয়
চিনি দিইনি ব'লে, নাড়িনি ব'লে
চা-টা মাটিতে ফেলতে পারিনা

দুই প্রেমিক চিত্ত, হরিণের পা কেটে বাতিদান করেছে
ফ্যাব্রিকে এঁকেছে হরিণী
মুহূর্ত উধাও
আর ওদের জীবন ম্রিয়মান হয়ে গেলো

তাছাড়া, এখন আর কেউ যাবজ্জীবন অপরাধী হয়না
জোড়ে তারা ছেড়ে যায়, এই দেখুন

Y
যেন ঝোলা এক হাতা

তবু
আমার মনে সে গুলতি।

আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়ে 'জ্যাকেট' কবিতাটা পড়তে পড়তে। কবি যেন বারবার নিজেকে কাটছেন। খন্ডন করছেন। শোধরাচ্ছেন। মিশিয়ে গলিয়ে দিচ্ছেন নিজেকে নিজের আআর প্রকোষ্ঠে। কি যেন ধরা পড়েও ধরা পড়ে না। মেঝেতে সূঁচ প'ড়ে ছিল। দেখা যায়নি। আবার যখন দেখা যায়, তখন চালের খুদের কথা মনে হয়। চোখের পাতায় ভার - 'লোহার' ভার বললেই বেশ হত। কিন্তু 'লোহার' সাথে সাথেই 'তূলা'র কথা এলো। বললেন, 'আকাশ খালি ক'রে দিচ্ছে অরণ্যের ঘর'। **Y -** অক্ষরটাকে একবার মনে হলো ঝোলা হাতার মত, পরক্ষণেই তার আভাস ভেদ করে একটা গুলতি রচিত হয়। মুরাত নেমাত-নেজেত বললেন, 'সামি বায়দারের কবিতার সুফি চরিত্রটা ধরা পড়ে তার সত্ত্বার তরলতায়'। ক্রমশ অমি টের পাই মুরাত কি

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

বলতে চাইলেন। লক্ষ্য করি বায়দারের কবিসত্ত্বা কখনো নিজের ভাবনায়, কখনো ব্যক্তিত্বে ডুবে যাচ্ছে ; ভেসে উঠছে পরক্ষণেই ; আবার কখনো সম্পূর্ণ দ্রব্য সে।

আআর এই দ্রবণভাবে বায়দার আলাদা হন, তার সমসাময়িক কবিদের থেকে। তুরস্কের অন্য প্রজন্ম থেকেও। ওঁর কবিতা পড়তে পড়তে কখনো মনে হয় কবি হঠাৎ নিখোঁজ হলেন, মিলিয়ে গেলেন তাঁর রূপকগুলোর মধ্যে। জ্যোৎস্নারাতে মেঘ আসে হঠাৎ, মনে হবে মেঘের সঙ্গে এলো ঘুম, হঠাৎ মেঘের চোখ খুললো - তখন চাঁদ মেঘচক্ষুর আভাস নেয়, তার আর কোন আলাদা অস্তিত্ব থাকেনা। মুরাত জানান যে 'এদা' বইটা প্রকাশিত হবার পর তুরস্কের এক নামজাদা সমালোচক বলেছিলেন - 'মুরাত নেমাত-নেজেত সামি বায়দারের কবিতাকে অতটা জায়গা একটা বিরাট সুযোগ হারালেন। আরো কত উল্লেখযোগ্য কবি ছিল।' মুরাতের মনে হয় - এটাই স্বাভাবিক। সমকালের চেয়ে উজ্জ্বলতম সমস্ত কবিকেই এই তীব্র দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয়। একদল তাঁকে সূর্যালোক মনে করেন, আরেক দল কয়লাখনি। অবশ্য সামি বায়দারের সমসাময়িক বহু কবিই তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এক সহকবি লালে ম্যুলদ্যুর লেখেন - ' সামি বায়দারের কবিতা পাতার নীচের দিক যা সূর্যের থেকে আড়াল করা।' অসাধারণ তুলনা। পাতার পেছনের পাখির মত, যোদ্ধার মত, চিতার মত লুকনো তার ব্যক্তিত্ব, যা বনের মনের সঙ্গে এমন মসৃণে মিশে থাকে, যেন সে বনের সামগ্রিক চেতনার একটা উপাদানমাত্র। অথচ একইসঙ্গে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎরেখার মত পাতা চিরে তার বেরিয়ে আসাও রয়েছে। কখনো এমন এক একটা আর্ত, সাসপেন্সে ভরা আবহাওয়া তৈরি করে যা অপ্রত্যাশিতের অচেনা ভয় ছড়িয়ে দিতে থাকে পাঠকের রোমকূপে। এমনই এক কবিতা - 'কেউ বাড়ী নেই'।

কেউ বাড়ী নেই

আমার বউ চিৎকার করে উঠলো যখন
আমাদের চাকরবাকর ওকে চুপ করতে বলে
ওর পাণিচুম্বন করছে ওরা
আমি আয়নায় দেখতে পেলাম।

ওরা জড়িয়ে ধরলো আমার বউকে, মেয়েকে,
জড়িবুটির রস খেতে দিল, আমি আয়নায় দেখি
বউ ঘুমোচ্ছে, ওরা ধূপ ধুনো দিচ্ছে ওর ঘুমের
চারপাশে, বিছানায়।

দুজনে একত্রে
আমি যখন পিঠ ফেরাই, দেখতে পাইনা
আমাদের চাকররা ঠিক কি কি করছে।

আমার বউয়ের সামনে আমাদের চাকররা মাটিতে
মাথা ঠেকিয়ে, ওদের পিঠ থেকে কিম্ভুতকিমাকার
কে বেরিয়ে এসে বউয়ের কথা শোনে শিশুর মত।

ঐসব কথাই ওরা বলে, আমি টের পাচ্ছি আমার বউ
আর আমি মাথা ঠুকে দয়াভিক্ষা করি, কিন্তু আবার
দেখছি আয়না বেয়ে আমার বউ কার ওপরে উঠছে
মনখারাপের মধ্যেও ওকে আমি ভালোবাসি।

আমার ভালোবাসা ওর ওপর থেকে শরীরের ভার তুলে নেয়
ওর আলো জ্বলে
আমার দিকে এগিয়ে আসে
চাকর হঠাৎ মেঝেতে রক্ত দেখতে পায়
এখন আয়নার মধ্যে কাঁদছে আমার বউ।

আয়নার সিঁড়ি দিয়ে ক্রমশ নেমে আসছে চাকর

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

আমি পোস্টম্যানকে দেখতে পাই দরজায়
চাকর ওকে বললো - কেউ বাড়ী নেই।

সমালোচক লালে বখতিয়ার এই কবিতা সম্বন্ধে লেখেন - 'রূপকগুলি যখন গড়ে উঠলো কবিতায়, একটা সাসপেন্সকে জাগিয়ে তুললো .....আয়নায় ঝুলন্ত এক প্রতিচ্ছায়ার মত। এ একেবারে বাস্তব, বোধগম্য বাস্তবের সমস্ত চরিত্রগুণি এই কবিতার মধ্যে রয়েছে। কেবল তারা রয়েছে আত্মার অস্পষ্টতায়।' কবির চেতনা যেন এক ভয়ংকর সৌন্দর্যে গিয়ে উঠতে চায়, এক ভয়ংকর বাস্তবতায় যার সবটা আমরা দেখতে পাইনা। এই কবিতা পড়তে পড়তে আমার বারবার মনে হয়েছে যেন হিচককের খুন-রহস্যের ছবি দেখছি - এমন ছবি, যার মধ্যে ক্লদ শাবরলের চরিত্রের বিকৃতকাম মিশে আছে, আর ছবির চিত্রনাট্য সালভাদর দালির লেখা। একটা সুররিয়ালিস্ট ছবির লাইন ড্রয়িং বা খসড়া যেমন এই কবিতা, তেমনি যেন এক রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনীর সাংকেতিক প্লট। প্রসঙ্গত জানানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে - এই কবিতা রচনার কয়েকমাসের মধ্যে সামি বায়দার সম্পূর্ণ মানসিক ভারসাম্য হারান। তাঁকে একটা মেন্টাল স্যানিটোরিয়ামে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

সামি বায়দারের জন্ম ১৯৬২। তুরস্কের জেলাশহর মের্জিফনে। বায়দার চিত্রশিল্প নিয়ে স্নাতক হন। ছবি আঁকতেন। চিত্রশিল্পী হিসেবেই তাঁর প্রথম পরিচয়। ২৫ বছর বয়সে তার প্রথম কবিতার বই - 'নিখিলের এফেন্দিস' (১৯৮৭)। পরবর্তী বই - 'সবুজ আলেয়া' (১৯৯১), 'পৃথিবী একই কথা বলে' (১৯৯৫) এবং 'ফুলের জগৎ' (১৯৯৫)। সামির শেষ তিনটে বই তরুণ কবি মহলে তুমুল আলোচিত হয়। একইসঙ্গে অগ্রজ কবিদের অনেকে বায়দারকে মেনে নিতে পারেননি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষাপ্রবণতার দরুণ। নব্বইয়ের শেষে বায়দার নানা ব্যক্তিগত কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে মানসিক চিকিৎসালয়ে ছিলেন। এই মুহূর্তে বায়দার তুর্কী কবিতা জগতে ব্রাত্যই বলা যায়। কেউ তার খবর রাখেন না। এমনকি মুরাতও। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি সামি বায়দার তার গ্রামের বাড়ীতে থাকেন আজকাল। লেখেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কচ্যূত। বায়দারের একটা ছবি চেয়েছিলাম মুরাতের থেকে। মুরাত জানান - 'এ প্রায় অসম্ভব। তবু চেষ্টা করছি'। ছবি পাইনি। তবে বায়দারের বর্তমান ঠিকানা পাই। চিঠি লিখি। তুর্কী বন্ধুরা জানান, বায়দার ইংরেজী তেমন পড়তে পারেন না। ইংরেজির প্রতি তেমন শ্রদ্ধাও নেই। অতয়েব বাংলায় চিঠি লিখি। সঙ্গে চিঠির ইংরেজি অনুবাদ। বায়দারের উত্তর পাইনি আজও। তবু আশা করি একদিন উত্তর পাবো। পেলে, সামি বায়দারের ওপর আমার দ্বিতীয় লেখা তৈরি হবে।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com